بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الغيبة :

পরনিন্দাঃ

এতে কোন সন্দেহ নাই যে, পরনিন্দা এমন একটি রোগ যা অত্যন্ত ভয়াবহ এবং মানুষকে তিলে তিলে ধ্বংস ও অধঃপতনের দিকে নিয়ে যায়। এটি এমন একটি আচোরণ, যার মাধ্যমে বন্ধুত্ব নষ্ট হয় এবং এমন একটি অপবাদ, যার মাধ্যমে অন্যের ভাল গুনাগুনকে ঢেঁকে দেওয়া হয়। এটি এমন একটি ঘৃণীত কাজ, যার মাধ্যমে মুসলিম সমাজ কূলোষিত হয়। ইনসাফের পরিবর্তে মিথ্যার পাল্লা ভারী হয়।

পরনিন্দা বলা হয়ঃ মানুষের দোষ-ত্রুটিকে অন্যের সামনে প্রকাশ করা।

মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এই ধরনের কর্ম-কান্ড হতে বিরত থাকার জন্য বলেছেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ﴾ سورة الحجرات: ١٢

অর্থঃ " হে ঈমানদারগণ অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক, নিশ্চয় কিছু ধারণায় গুনাহ রয়েছে। গুপ্তচরবৃত্তি করো না। পরস্পরে গীবত করো না। তোমাদের কেও কি তার মৃত ভাইয়ের গোস্ত খেতে পছন্দ করবে? নিশ্চয় তা তোমরা অপছন্দ করবে। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় তিনি তওবা কবুল করেন অত্যন্ত দয়ালু।" সূরাঃ হুজরাত, ১২

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم: قال: ذكرك أخاك بما يكره ، قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول ، فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه فقد بهته) رواه مسلم

অর্থঃ ' তোমরা কি জানো গীবত কাকে বলে? তাঁরা বললেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই এই সম্পর্কে বেশি জানেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমার ভায়ের অপছন্দনীয় বিষয় গুলিকে আলোচনা করা। বলা হল, আমি যা বল্লাম তা যদি আমার ভায়ের মাঝে পাওয়া যায় ? তিনি বললেনঃ তুমি যা বললে তা যদি তার মাঝে পাওয়া যায় তাহলে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি ঐ বিষয় গুলি তোমার ভায়ের মাঝে না থাকে তাহলে তুমি তার প্রতি অপবাদ দিলে। মুসলিম।

গিবতকারীকে আল্লাহ অপমানিত করেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه ، لا تغتابوا المسلمين ، ولا تتبعوا عوراتهم ، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته) . أبوداود.

অর্থঃ ' হে জনগোষ্ঠী যারা মুখে ঈমান এনেছো অথচ হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করেনি। তোমরা মুসলমানদের গীবত করবে না এবং তাদের দোষ ত্রুটি খোজার চেষ্টা করবে না। আর যারাই মুসলমানদের দোষ ত্রুটি খোজ করবে, আল্লাহ তাদের দোষ ত্রুটি খুজে বের করবেন, আর আল্লাহ যাদের দোষ ত্রুটি খোজেন তাদের কে তাদের গৃহেই অপমানিত করেন। আবু দাউদ।

গিবতের উৎস সমূহঃ

১-পরনিন্দাকারী তার গিবতের মাধ্যমে হৃদয়ের ক্রোধ মিটিয়ে থাকে।

২-বন্ধু-বান্ধবদের মনরঞ্জন করা।

৩-অন্যের ব্যপারে খারাপ ধারনা পোষণ করা।

৪-নিজের দোষ ত্রুটিকে অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া।

৫-অন্যকে ছোট করার মাধ্যমে নিজেকে বড় করে তুলে ধরা।

৬-অন্যের প্রশংসায় ইর্ষান্বিত হওয়া।

৭-অন্যেকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা।

পরনিন্দা, অপবাদ এবং গাল-মন্দের মাঝে পার্থক্য।

পরনিন্দাঃ মানুষের খারাপ দোষ ত্রুটিকে তার অগচোরে অন্যের সামনে আলোচনা করা।

অপবাদঃ যে দোষে দোষী নয় তাকে সে দোষে দোষী বানানো।

গাল-মন্দঃ মানুষকে তার মুখের সামনে অকথ্য ভাষায় কথা বলা।

গিবত কারীকে বিশেষ ভাবে কবরে শাস্তি দেওয়া হয়।

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : مر النبي ﷺ بقبرين : فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير . أما أحدهما فيعذب في البول وأما الآخر فيعذب في الغيبة .أحمد في مسنده

অর্থঃ ' আবী বাকরাতা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুটি কবরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন অতঃপর বললেনঃ এ দুজন কে কবরে সাস্তি দেয়া হচ্ছে বড় কোন অপরাধে নয়। তাদের একজন পেষাবের কারনে সাস্তি পাচ্ছে। দ্বীতিয় জন গীবতের কারনে সাস্তি পাচ্ছে। আহমাদ।

পরনিন্দার বিধানঃ এটা কাবিরা গুনাহ।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

(كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) رواه مسلم

অর্থঃ ' কোন মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের রক্ত, অর্থ-সম্পদ ও সম্মান-মর্যদার উপর হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়। মুসলিম

পরনিন্দার প্রতিকার ঃ

এই গণবিদ্ধংসী কর্মকান্ডের প্রতিকার শিক্ষা ও আমলের মাধ্যমে করতে হবে। যখন পরনিন্দাকারী জানবে, নিন্দা করলে আল্লাহ নারাজ হন এবং ক্বিয়ামতে তার আমালগুলি নষ্ট করা হবে। সে যার গীবত করল তাকে তার আমাল গুলি দেওয়া হবে । অথবা তার গুনাহের অংশিদার হবে। অথবা সে যার গীবত করল দুনিয়াতে তার পক্ষথেকে আক্রমনের শিকার হতে পারে । তখন সে তার গীবতকরা পরিত্যাগ করবে।

কখনো কখনো গীবত জায়েয আছেঃ

ইমাম নববী (রঃ) বলেনঃ ' ছয়টি সঠিক শরীয়ত সম্মত কারণে গীবত করা বৈধ।

১-মাযলুমঃ অত্যাচারীত ব্যক্তি শাসন কর্তা বা বিচারকের সামনে নিজের যুলুমের ঘটনা তুলে ধরতে পারবে, এবং বলবে অমুক ব্যক্তি আমার প্রতি এই এই যুলুম করেছে।

২-যারা অপরাধ দমনের ক্ষমতা রাখে তাদের সামনে অপরাধ দমনের জন্য অপরাধির কথা বলা যে, অমুক ব্যক্তি অমুক

অন্যায়ের সাথে জড়িত আপনারা তাকে বাধা দান করুন। তাহলে গর্হিত কাজটি বন্ধ হয়ে যাবে।

৩-ফতোয়া নিতে গিয়ে, যদি কেও বলে যে, আমার পিতা বা ভাই আমার প্রতি এ আচোরণ করেছে, এটা কি তার করা জায়েজ হয়েছে? আমি কিভাবে এ থেকে মুক্তি পেতে পারি? কিভাবে আমার অধিকার পেতে পারি। ইত্যাদি ইত্যাদি । প্রয়োজন ক্ষেত্রে এটা বৈধ, তবে উত্তম হল এই ভাবে বলা যে, অমুক ব্যক্তি আমার সাথে এই আচোরণ করেছে আমি কিভাবে তার থেকে মুক্তি পেতে পারি? (উব্ঝো রেখে)

৪-অনিষ্ট থেকে মুসলমানদের সর্তক করা এবং তাদের নসিহত করা। আর তা হয়ে থাকে কতগুলি কারণেঃ যেমনঃ বর্ণনাকারী বা সাক্ষ্য দান কারী যদি কোন দোষে অভিযুক্ত হয়, তাহলে অবশ্যই তা তুলে ধরতে হবে। অনরূপ যদি কেও কোথাও বিবাহের সম্পর্ক গড়তে চাই বা কোন কিছুর অংশিদারীত্বে ব্যবসা করতে চাই, বা কোন কিছু আমানত রাখতে চাই , লেনদেন করতে চাই, পড়ষী হতে চাই, তাহলে পরামার্শ দাতা কোন কিছুই গোপন করবে না। কিন্তু নিয়্যাত থাকতে হবে নাসিহাতের। অনরূপভাবেঃ যদি দেখাযায় যে, কোন ফাকিহ বিদআতীর নিকটে আসা-যাওয়া করে, অথবা কোন ফাসিকের নিকটে আসা-যাওয়া করে, আর যদি ভয় থাকে যে, এই সম্পর্কের মাধ্যমে ফাকিহ ক্ষতিগ্রোস্থ হবে, তাহলে অবশ্যই ফাকিহকে এই ব্যপারে সতর্ক করতে হবে। অনরূপভাবেঃ যদি কোন অযগ্য ব্যক্তি দায়ীত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহলে তার অযগ্যতার কথা এমন ব্যক্তির সামনে তুলে ধরতে হবে যার ক্ষমতা আছে অযগ্য ব্যক্তিকে সরিয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে সে যায়গায় বসাতে পারে।

৫-যদি কেও প্রকাশ্যে অপরাধ করে বেড়ায় , অথবা বিদআতের সাথে জড়িত , অথবা মদ্যপায়ী , অথবা অন্যায় ভাবে মানুষের অর্থ আত্মসাৎ করে, অবৈধ ভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করে , তাহলে তার শুধুমাত্র ঐ সকল কর্মকান্ড তুলে ধরতে হবে প্রতিকারের জন্য । তার যদি অন্য কোন দোষ থাকে তাহলে তা উল্লেখ করা যাবে না।

৬-কাউরি পরিচয় তুলে ধরার ক্ষেত্রে তার কথা বলা যেতে পারে। তবে ছোট করার উদ্দেশ্যে নয়।

من أضرار ((الغيبة))

পরনিন্দার ক্ষতি সমূহঃ

১-গীবতকারী অনন্তকালের জন্য জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে এবং পচা,দুর্গন্ধযুক্ত খাবার খাবে।

২-কবরে আল্লাহর শাস্তি পেতে থাকবে।

৩-তার মাঝে ঈমান ও ইসলামের নুর কিংবা আলামত থাকবেনা।

৪-যার গীবতকরা হয়েছে সে যতক্ষণ ক্ষমা না করবে মহান আল্লাহ গীবতকারীকে ক্ষমা করবেন না।

৫-গীবত হচ্ছে ধংসকারী যন্ত্র এবং ক্ষতিগ্রস্থ পথ।

৬-কষ্টদায়ক ও ক্ষতিকর মাধ্যম এবং ঝগড়া-ঝাটিকে আহবান করে সাথে সাথে অপরের সাথে দূরত্ব তৈরী করে।

৭-এটি একটি সামাজিক ব্যাধি যা কি না মুসলমানের মাঝে ভালোবাসার বন্ধনকে কেটে দেয়।

৮-গীবতকারীযে একজন নিচু ও হীনমন্য এটা তার প্রমাণ।

وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

جمعية الدعوة والإرشاد
في محافظة حوطة بني تميم

الغيبة

পর নিন্দা

اللغة: البنغالية

جمع وإعداد :

آفتاب الدين الحاج شمس الدين

الداعية/جمعية الدعوة والإرشاد بحوطة بني تميم

সংকলনেঃ

আফতাব উদ্দীন আলহাজ্ব শামসুদ্দীন

ইসলামীক সেন্টার, হাওতা বানী তামীম

রিয়াদ, সৌদি আরব